গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানী য় সরকার বিভাগ
ইউনিয়ন পরিষদ -১ শাখা
www.lgd.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৪৬.০০.৪৯০০. ০১৭.৯৯.০০৩.১৯- ১৩৩৮

তারিখ- ২৩ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ / ০৮ ডিসেম্বর ২০২০

বিষয়ঃ কুড়িগ্রাম জেলার সদর উপজেলাধীন ০৪নং ঘোগাদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এর বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাবের বিষয়ে তদন্ত প্রসংগে।

সূত্রঃ (১) জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম এর কার্যালয়ের স্মারক নং-৬৬০, তারিখ-১৫/১০/২০২০ খ্রিঃ।

(২) জনাব মোঃ শাহ আলম মিয়া, চেয়ারম্যান, ০৪নং ঘোগাদহ ইউনিয়ন পরিষদ, কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম এর ০৩/১১/২০২০ তারিখের আবেদন।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে, কুড়িগ্রাম জেলার সদর উপজেলাধীন ০৪নং ঘোগাদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শাহ আলম মিয়ার বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাবটি নিস্পত্তির লক্ষ্যে অনাস্থা প্রস্তাবের সাথে উত্থাপিত অভিযোগসমূহের বিষয়ে উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, কুড়িগ্রাম এর মাধ্যমে তদন্তপূর্বক মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণ জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

০৮/১২/২০২০

(মোহাম্মদ ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৮৬৬০৫
ই-মেইল-up1lgd@gmail.com

জেলা প্রশাসক
কুড়িগ্রাম।

অনুলিপিঃ

১. সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩. অফিস কপি।

৪ নং ঘোগাদহ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়

ডাকঃ- ঘোগাদহ, উপজেলাঃ- কুড়িগ্রাম সদর, জেলাঃ- কুড়িগ্রাম।

স্মারক নং-

তারিখঃ ০৬/১১/২০২০ইং

বরাবর,

সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

ডাইরি নং
তারিখঃ ০৬/১১/২০২০

বিষয়ঃ কুড়িগ্রাম জেলার কুড়িগ্রাম সদর উপজেলাধীন ৪নং ঘোগাদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শাহ আলম মিয়ার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে পুনঃ তদন্তের জন্য আবেদন।

মহোদয়,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি মোঃ শাহ আলম মিয়া কুড়িগ্রাম জেলার কুড়িগ্রাম সদর উপজেলাধীন ৪নং ঘোগাদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পারলাম অত্র ইউনিয়ন পরিষদের ১০ (দশ) জন ইউপি সদস্যের স্বাক্ষরে আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম মহোদয়ের কার্যালয় হতে অভিযোগসমূহের তদন্ত প্রতিবেদন মহোদয় বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য অত্র ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল মালেক গত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী ছিলেন। উক্ত নির্বাচনে আমার কাছে পরাজয় হওয়ায় পর থেকেই আমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগকারীদের মধ্যে ৯ জনই বিএনপি এবং জামায়াতপন্থী। ৬ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান। ৯ জন ইউপি সদস্য এবং সাবেক চেয়ারম্যানের ইন্ধনে প্যানেল চেয়ারম্যানকে চেয়ারম্যান বানানোর আশ্বাস দিয়ে আমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন মিথ্যা অভিযোগ দাখিল করেন। অভিযোগের বিষয়ে তদন্তকালীন সময়ে আমি অভিযোগের বিরুদ্ধে লিখিত জবাব দাখিল করি (কপি সংযুক্ত)। আমার বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা।

এমতাবস্থায়, মহোদয়ের নিকট বিনীত প্রার্থনা আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ও তদন্ত প্রতিবেদনের উপর পুনঃ তদন্তের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি।

বিনীত নিবেদক

০৬/১১/২০ইং

(মোঃ শাহ আলম মিয়া)
চেয়ারম্যান
৪ নং ঘোগাদহ ইউনিয়ন পরিষদ
কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম।

সংযুক্তিঃ ১৪ পাতা

ডাইরী নং- ২৩০৮ তারিখ ৮/১১/২০
প্রয়োজনীয় কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে প্রেরিত হইল
ইপ............১/২ শাখা
প্রশাসন-১/২ শাখা
অতিরিক্ত সচিব (ইপি)
স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার বিভাগ
প্রাপ্তির তারিখ ০৬/১১/২০
নম্বর ৬৭৭৪

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

জয় বঙ্গবন্ধু

Md. Jafar Ali (Ex. M.P)
Chairman, Zila Parishad, Kurigram
&
President, District Awamileague, Kurigram
Phone : 0581-61593 (Office)
0581-61806 (Res)
Fax : 0581-61468
Mobile : 01716-080527
website : www.zpkurigram.gov.bd

মোঃ জাফর আলী (সাবেক এম.পি)
চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, কুড়িগ্রাম
ও
সভাপতি, জেলা আওয়ামীলীগ, কুড়িগ্রাম
ফোন ঃ ০৫৮১-৬১৫৯৩ (অফিস)
০৫৮১-৬১৮০৬ (বাসা)
ফ্যাক্স ঃ ০৫৮১-৬১৪৬৮
মোবাইল ঃ ০১৭১৬-০৮০৫২৭

সূত্র ঃ

তারিখ: 02/11/2020

বিষয়ঃ কুড়িগ্রাম জেলার কুড়িগ্রাম সদর উপজেলাধীন ৪নং ঘোগাদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শাহ আলম মিয়ার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে পুনঃ তদন্ত প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

ছালাম নিবেন।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, কুড়িগ্রাম জেলার কুড়িগ্রাম সদর উপজেলাধীন ৪নং ঘোগাদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শাহ আলম মিয়ার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের ১০ (দশ) জন ইউপি সদস্যের স্বাক্ষরে আনীত অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদন ইতোমধ্যে আপনার বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য জনাব মোঃ শাহ আলম মিয়া বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ ঘোগাদহ ইউনিয়ন শাখার সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং তার পিতা জনাব মোঃ শমসের আলী মিয়া ১৯৭১ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ ঘোগাদহ ইউনিয়ন শাখার সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তার পরিবারের সকলে আওয়ামীলীগের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত। বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতার স্বপক্ষে আদর্শ প্রতিষ্ঠায় সে অত্যন্ত সচেষ্ট। ইউপি সদস্যেদের অভিযোগসমূহ স্থানীয় রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র।

এমতাবস্থায়, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে পুনরায় সুষ্ঠু তদন্তের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করছি।

02/11/2020

মোঃ জাফর আলী (সাবেক এম.পি)
চেয়ারম্যান
জেলা পরিষদ,কুড়িগ্রাম
ও
সভাপতি
জেলা আওয়ামীলীগ, কুড়িগ্রাম।

সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

মোঃ জাফর আলী (সাবেক এম.পি)
চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, কুড়িগ্রাম ও
সভাপতি, জেলা আওয়ামীলীগ, কুড়িগ্রাম

৪ নং ঘোগাদহ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়

ডাকঘর : ঘোগাদহ, উপজেলা : কুড়িগ্রাম সদর, জেলা : কুড়িগ্রাম

স্মারক নং- ঘোঃইউপি/২০২০/৫৭ তারিখঃ১৭/০৫/২০২০খ্রিঃ

বরাবর,

উপজেলা কৃষি অফিসার

কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম।

বিষয়ঃ কুড়িগ্রাম সদর উপজেলাধীন ৪নং ঘোগাদহ ইউনিয়ন পরিষদের ইউপিঃ সদস্যগণ কর্তৃক অত্র ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মোঃ শাহ্ আলম মিয়ার বিরুদ্ধে আনিত অনাস্থা প্রস্তাবে অভিযোগ সমূহের জবাব দাখিল প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ উপজেলা কৃষি অফিসার, কুড়িগ্রাম সদর মহোদয়ের কার্যালয়ের স্মারক নং- ১২.১৭.৪৯৫২.০৩৯.৯৯.২২০.১৪.১৪০৫ (৩), তারিখঃ ১০-০৫-২০২০খ্রিঃ

মহোদয়,

বিনীত নিবেদন যে, আমি মোঃ শাহ্ আলম মিয়া, চেয়ারম্যান ৪নং ঘোগাদহ ইউনিয়ন পরিষদ, কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম। উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে আমার বিরুদ্ধে অত্র ইউনিয়ন পরিষদের ইউপিঃ সদস্যগণ কর্তৃক আনিত অনাস্থা প্রস্তাবে অভিযোগ সমূহের জবাব নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১। করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবেলায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে বিতরণের জন্য জি.আর চাল জরুরী ভিত্তিতে মেম্বারগণের নিকট উপকারভোগী তালিকা আহবান করা হলে ১,২,৩ নং সংরক্ষিত মহিলা সদস্য ও ২নং, ৩নং ওয়ার্ডের মেম্বার তালিকা দাখিলে ব্যর্থ হওয়ায় অভিযোগের পূর্বে বরাদ্দ প্রাপ্ত ১১.০০০ মেঃ টন জি.আর চাল রিলিফ অফিসারের উপস্থিতিতে মাষ্টার রোলের মাধ্যমে সমগ্র ইউনিয়নে বিতরণ করা হয়। উল্লেখিত ওয়ার্ডের তালিকা জরুরী ভিত্তিতে পাওয়া না গেলে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ সম্ভব হয় নাই। পরবর্তীতে উল্লেখিত ওয়ার্ড সমুহের তালিকা সংগ্রহ করে ত্রাণের মাল রিলিপ অফিসারের উপস্থিতিতে মাষ্টার রোলের মাধ্যমে সঠিকভাবে বিতরণ করা হয়েছে।

২। আরাজিকুমরপুর-রসুলপুর ও রাউলিয়া ফেরিঘাট দুইটি নদী ভাঙ্গনের কারণে নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়েছে। এ কারণে প্রায় ৬ মাস নদী শুকনো অবস্থায় থাকে। তাই উক্ত ঘাট দুইটি খাস আদায়ের জন্য রাখা হয়েছে, কিন্তু ১০ জন ইউপি. সদস্য আমার অনুমতি ব্যতিত জোর পূর্বক ১লা বৈশাখ/ ১৪২৭ হইতে নিজেরাই ঘাট পরিচালনা করে ঘাটের অর্থ ব্যাংকে জমা না করে নিজেরাই আত্মসাৎ করে আসছে।

অনুরূপ কপি গ্রহণ করা

২৭/৫ । ১৮/০৫/২০২০

চলমান

৩। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের (বাস্তবায়ন ২০১৯-২০২০) এলজিএসপি-৩ এর আওতায় শিশু পার্কের গেটের পাল্লা সহ রেলিং, গোল চত্বর ঘর এবং কিছু নানা প্রজাতির ভাস্কর্য কার্যক্রম সমাপ্ত করার জন্য ৯,০০,০০০/= (নয় লক্ষ) টাকা বরাদ্দ ছিল। যাহা ঠিকাদারের মাধ্যমে কাজটি সমাপ্ত করা হইয়াছে। উল্লেখিত কাজগুলো দৃশ্যমান।

উল্লেখ্য যে, শিশু পার্কের পূর্নাঙ্গ ভাস্কর্য নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করিতে প্রায় ৫০,০০,০০০/= (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা খরচ হয়েছে। কারণ মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতি গ্রামকে শহরে রুপান্তর করিতে হইবে। আমি বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ এর আদর্শে অনুপ্রানিত সৈনিক এবং সরকার দলীয় একজন চেয়ারম্যান হওয়ায় তারই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমার নিজস্ব কিছু অর্থ, অন্যের নিকট কর্জ সহ বিভিন্ন দোকানে মালামাল বাকীতে ক্রয় করে একটি নান্দনিক, মনোমুগ্ধকর এবং বিনোদনমূলক শিশু পার্ক একটি অবহেলিত অঞ্চলে নির্মাণ করা হয়। যাহা জনগনের নিকট আকষর্নীয় এবং দুর দুরান্ত হইতে বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজন এই শিশু পার্ক দর্শন করার জন্য আসে। তাহাদের আত্মসাতের অভিযোগটি ভূয়া এবং ভিত্তিহীন।

এছাড়াও ঘোগাদহ ইউনিয়ন পরিষদের সামনে অত্যাধুনিক একটি শহীদ মিনার সহ ইউনিয়ন পরিষদের বাউন্ডরি ওয়াল, ইউনিয়ন পরিষদের পশ্চিম গেইট, ঘোগাদহ হাই স্কুল গেইট যাহা ঘোগাদহ ইউনিয়নকে সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য উল্লেখিত পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে।

৪। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের অব্যয়িত্ব অর্থ (বাস্তবায়ন ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর) এলজিএসপি-৩ এর ঘোগাদহ হাটের মধ্য বাজারে ৯৭,০০০/= (সাতানব্বই হাজার) টাকা খরচে একটি পায়রা চত্বর নির্মাণ করা হয়েছে। পায়রা চত্বরটি বাজারের দৃষ্টি নন্দন সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। যাহা নির্মাণে প্রায় ২,৫০,০০০/= (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা খরচ হইয়াছে। এত সুন্দর একটি রুচি সম্মত এবং মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্যের প্রতিক নির্মাণে অবশিষ্ট্য অর্থ আমার নিজস্ব অর্থে খরচ করা হইয়াছে। তাহাদের অভিযোগ সম্পুর্নরুপে ভূয়া এবং ভিত্তিহীন।

৫। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে (বাস্তবায়ন ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর) এলজিএসপি -৩ (BBG-১ম কিস্তি) এর আওতায় ৩নং ওয়ার্ডের আকবরের বাড়ী সংলগ্ন পাকা রাস্তা হইতে পূর্বদিকে কালাম বিডিআর এর বাড়ীগামী রাস্তায় ৩,১৪,২৬৫/= (তিন লক্ষ চৌদ্দ হাজার দুইশত পঁয়ষট্টি) টাকা ব্যয়ে ঠিকাদার সাহেব কাজটি সম্পন্ন করিয়াছেন। যাহা দৃশ্যমান। উক্ত কাজের টাকা ঠিকাদারকে প্রদান করা হইয়াছে। তাহাদের অভিযোগ সম্পুর্নরুপে মিথ্যা।

৬। ঘোগাদহ বাজারের শোভা বর্ধন ও দৃষ্টি নন্দন একটি মরা বকুল গাছ ঝুঁকিপুর্ণের কথা আবেদনে উল্লেখ করিয়াছেন। ঝুঁকিপুর্ণ ডাল-পালা বিহীন মরা বকুল গাছটি যেকোন মুহুর্তে উপড়ে পড়ে কিংবা ভেঙ্গে পড়ে হাটসেট সহ লোকজন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পাড়ে। এই মরা বকুল গাছটি তৎকালীন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কুড়িগ্রাম সদর, জনাব মো: আমিন আল পারভেজ মহোদয় ঝুঁকিপুর্ণ অবস্থা দেখে গাছটি অপসারনের জন্য মৌখিক নির্দেশ দেন। যাহা ইউপি. সদস্যগণ জানেন। পরবর্তীতে ডাল-পালা বিহীন মরা ও পঁচা বকুল গাছটির গোড়া হইতে প্রায় ৫' (পাঁচ ফুট) উপরে কর্তন করা হয় এবং আগার দিকের পঁচা অংশ এবং গোড়ার পঁচা অংশ ব্যতীত মধ্য অংশটি ইউনিয়ন পরিষদে রক্ষিত আছে। তাহাদের আত্মসাতের অভিযোগ ভূয়া এবং ভিত্তিহীন।

* ঘোগাদহ বাজারের কালি-মন্দির সংলগ্ন একটি কাঁঠাল গাছের কথা আবেদনে উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা ডাল-পালা বিহীন ছোট একটি মরা শুকনো কাঁঠাল গাছ। ৮নং ওয়ার্ডের দুবা-আছরী গ্রামের অতিদরিদ্র এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের পুরোহিত শ্রী মান্টু চক্রবর্তীর স্ত্রী মৃত্যুবরণ করিলে ডাল-পালা বিহীন শুকনো ছোট মরা কাঁঠাল গাছটি লাশ দাহনের কাজে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। তাহাদের আত্মসাতের অভিযোগ সত্য নহে।

* ঘোগাদহ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে ৭টি গাছের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা সত্য নহে। আমার জানা মতে দুইটি ছোট মরা শুকনো গাছ খড়ির উপযোগী ছিল। যাহা কে বা কাহারা রাতের অন্ধকারে চুরি করেছে তাহা আমার জানা নাই।

* ঘোগাদহ ইউনিয়ন পরিষদের পশ্চিম গেট সংলগ্ন একটি ছোট লম্বু গাছ যাহা গেটের উপরে হেলে পড়েছে। উক্ত গাছটি গেটের ক্ষতি সাধন করতে পাড়ে বিধায় উহা কর্তন করে ইউনিয়ন পরিষদে রক্ষিত আছে।

* মরাটারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দক্ষিণ পার্শ্বে উর্ধ্ব বয়সী একটি রেইনট্রি কড়াই গাছ ৩০,০০০/= (ত্রিশ হাজার) টাকার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত গাছটি গত ০১ (এক) বৎসর পূর্বে কাল বৈশাখী ঝড়ে উপড়ে পাকা রাস্তায় পড়িলে যান-বাহন চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হলে গাছ পরিচর্যাকারী মহিলা মোছাঃ আকলিমা বেগম গ্রাম পুলিশকে খবর দিলে ভ্যানযোগে গাছের গোড়াটি ইউনিয়ন পরিষদে নিয়ে আসে এবং রক্ষিত আছে। বাকী উপরিভাগ অংশটুকু গাছ পরিচর্যাকারী মহিলা জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করে।

* আরও অন্যান্য গাছ আত্মসাতের কথা আবেদনে উল্লেখ করিয়াছেন সেই গাছগুলো সম্পর্কে আমার জানা নাই।

৭। ঘোগাদহ বাজারের ৪টি হাট সেটের পুরাতন টিন আত্মসাতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত টিনগুলোর বেশির ভাগ মরিচা ধরে জ্বরাজীর্ণ হয়ে নষ্ট হয় এবং অবশিষ্ট ব্যবহার অনুপযোগী পুরাতন টিন ইউনিয়ন পরিষদের ছোট ভিজিডি গুদামে সংরক্ষিত আছে। তাহাদের আত্মসাতের অভিযোগটি সম্পুর্ন ভূয়া এবং বানোয়াট।

* আরও উল্লেখ্য যে, ঘোগাদহ বাজারের ভিতরে দুইটি আরসিসি রাস্তা ঢালাই করন করা হয়েছে। উক্ত ঢালাই করন রাস্তার পূর্বের ইটগুলো মূল্য ধার্য করে স্টিমেটে সমন্বয় করে রাস্তার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। তাহাদের অভিযোগে ক্ষমতা এবং আত্মসাতের কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন।

* উল্লেখ্য যে, আমার বিরুদ্ধে ইউপি. সদস্যগণ ঘোগাদহ বাজারে যে মানব বন্ধন করেছেন সেই মানব বন্ধন ব্যানারে সরকারী ত্রাণের মাল বিতরণে অনিয়মের কথাটি উল্লেখ ছিল। কিন্তু আবেদনে তাহারা মালামাল আত্মসাতের কথা উল্লেখ করেন। যাহা ভূয়া এবং ভিত্তিহীন।

* প্রকাশ থাকে যে, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগকারী ইউপি. সদস্যগণ জামাত এবং বিএনপি অনুসারী হওয়ায় সরকারের ভাবমুর্তি সহ আমি সরকার দলীয় চেয়ারম্যান হওয়ায় আমার ভাবমুর্তি ক্ষুন্ন করার জন্য কিছু কু-চক্র মহলের যোগ-সাজসে আমার বিরুদ্ধে এই অনাস্থা প্রস্তাব অভিযোগ আনায়ন করা হইয়াছে।

* আরও উল্লেখ্য যে, দুঃস্থ অসহায় জনগোষ্ঠির নিকট টাকা পয়সার বিনিময়ে, ভিজিডি কার্ড, বয়স্কভাতা, বিধবাভাতা, প্রতিবন্ধিভাতা, অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর শ্রমিক নিয়োগ, কিছু কিছু অনুপস্থিত শ্রমিকের টাকা গ্রহন সহ তাহাদেরই নানা অপকর্মমূলক কার্য-কলাপের কথা আমার কর্ণগোছর হলে উক্ত অপকর্মের বিষয়ে তাহাদের উপর বাধা নিষেধ করায় উক্ত আক্রোশে তাহারা করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবেলায় ইউনিয়ন কমিটির সদস্য থাকার পরও সেদিকে কোন ভূমিকা না রেখে সম্মানীভাতা দাবী করে এবং এই সংকট মুহুর্ত্যে যেখানে জনগনকে সহায়তার জন্য সরকার ত্রান বিতরণ করছে, সেই মুহুর্ত্যে জনগনের নিকট হইতে ট্যাক্সের টাকা আদায় করে তাহারা নিজেরাই বাঁচার জন্য সম্মানী ভাতা দাবী করে জনগন বাঁচাতে চায় না।

* করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবেলায় আয় বঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের জন্য বার বার উপকারভোগী তালিকা আহবান করার পরও সরকারী নীতিমালা উপেক্ষা করে তালিকা দাখিল না করিয়া সংরক্ষিত ১, ২, ৩ নং ওয়ার্ড সদস্য, ২নং ওয়ার্ড সদস্য ও ৩নং ওয়ার্ড সদস্য জনগনের মাঝে অভিযোগের পূর্বে ত্রাণের দাবী করেন।

* এই সংকট মুহুর্ত্যে তাহারা জনগনের দুঃখ দুর্দশার দিকে লক্ষ্য না করে জনগনের পাশে না থাকিয়া নিজে নিজেরাই স্বার্থ হাছিল করার জন্য আত্মসাৎ ছাড়া আমার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব করে। আরও উল্লেখ্য যে, আমার বিরুদ্ধে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন না করিলে প্রয়োজনে তাহারা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহোদয়ের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিবে বলে হুমকি প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে। তাছাড়া আমার ইউনিয়নের দায়িত্বে রিলিফ অফিসার জনাব আলী আজগরকে হুমকি প্রদর্শন করে যে, ত্রাণের মাল বিতরণের সহায়তা করিলে তাহাকে মার পিটের হুমকি প্রদর্শন করে।

* করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবেলা সহ সরকারী বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের তালিকা প্রণয়ন সহ ত্রাণ বিতরণ কাজে ব্যস্ত থাকায় কারণ দর্শানোর জবাব দাখিলে কিছুটা বিলম্ব।

অতএব, আমার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগগুলো সরেজমিনে তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনে আপনার সদয় মর্জি হয়।

২৭/৫/২০২০

মোঃ শাহ্ আলম মিয়া
চেয়ারম্যান
ঘোগাদহ ইউনিয়ন পরিষদ
কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম

(মো: শাহ্ আলম মিয়া)
চেয়ারম্যান
৪নং ঘোগাদহ ইউনিয়ন পরিষদ
কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম
মোবাইল: ০১৭১৭৯১৩২২৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুড়িগ্রাম
(স্থানীয় সরকার শাখা)
www.kurigram.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং-০৫.৪৭.৪৯০০.০০৪.০৩.০৫২.১৭.৬৮০

তারিখ : ৩০ আশ্বিন ১৪২৭
১৫ অক্টোবর ২০২০

বিষয় : কুড়িগ্রাম জেলার কুড়িগ্রাম সদর উপজেলাধীন ৪নং ঘোগাদহ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শাহ আলম মিয়া এর বিরুদ্ধে উক্ত ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সদস্যগণের অনাস্থা প্রস্তাবে অভিযোগসমূহের তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রামের স্মারক নং-০৫.৪৭.৪৯৫২.০২.০০৩.০২১.২০-৪৪৬, তারিখ: ২৭/০৭/২০১৮খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, এ জেলার কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার ৪নং ঘোগাদহ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শাহ আলম মিয়া এর বিরুদ্ধে উক্ত ইউনিয়ন পরিষদের ১০(দশ) জন ইউপি সদস্য বিভিন্ন বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপনপূর্বক স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধন) আইন, ২০১০ এর ৩৯(১২) ধারা মোতাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রামের নিকট অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করেন (কপি সংযুক্তি)। উক্ত অনাস্থা প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম বর্ণিত অভিযোগগুলো সরেজমিনে তদন্তপূর্বক মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য উপজেলা কৃষি অফিসার, কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রামকে দায়িত্ব প্রদান করেন।

২। বর্ণিত কর্মকর্তা সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিল করেন (কপি সংযুক্ত)। প্রতিবেদনে তিনি উল্লেখ করেন, উল্লিখিত অনাস্থা প্রস্তাবে আনীত অভিযোগসমূহের বিষয়ে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধন) আইন, ২০১০ এর ধারা ৩৯-এর ৫ উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী গত ১৮/০৭/২০২০ খ্রি. তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা পরিষদ হল রুমে ৪নং ঘোগাদহ ইউনিয়ন পরিষদের সভা আহবান করেন। সভায় অভিযুক্ত চেয়ারম্যান ব্যতীত ১২(বার) জন সদস্য উপস্থিত হন (উপস্থিত তালিকা সংযুক্ত)। ধারা অনুযায়ী সভায় প্যানেল চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করেন এবং সকল অভিযোগের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় (সভার কার্যবিবরণী সংযুক্ত)। আলোচনায় কোন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত না হলে উপস্থিত সদস্যগণকে নিয়ে ভোটের আয়োজন করা হয়। ভোটে আনীত অভিযোগের পক্ষে ১০(দশ)টি এবং বিপক্ষে ০২(দুই)টি ভোট পরে (ভোটের ফলাফল ও ব্যালট পেপার সংযুক্ত)।

৩। এমতাবস্থায় কুড়িগ্রাম সদর উপজেলাধীন ৪নং ঘোগাদহ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শাহ আলম মিয়া এর বিরুদ্ধে উক্ত ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সদস্যগণের অনাস্থা প্রস্তাবে অভিযোগসমূহের বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসহ প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে ১০৩(একশত তিন) পাতা।

(মোহাম্মদ রেজাউল করিম)
জেলা প্রশাসক
কুড়িগ্রাম।
ফোন : ০৫৮১-৬১৬৪৫ (অফিস)
ই-মেইল : dckurigram@mopa.gov.bd

সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি :

১। বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর বিভাগ, রংপুর।
২। পরিচালক, স্থানীয় সরকার, রংপুর।
৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম।
kurigramsadar.kurigram.gov.bd

স্মারক নং-০৫.৪৭.৪৯৫২.০২.০০৩.০২১.২০. ৪৪৬

তারিখ ঃ ১২ শ্রাবণ ১৪২৭
২৭ জুলাই ২০২০

বিষয় ঃ কুড়িগ্রাম সদর উপজেলাধীন ০৪ নং ঘোগাদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শাহ আলম মিয়া'র বিরুদ্ধে উক্ত ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সদস্যগণের অনাস্থা প্রস্তাবে অভিযোগ সমূহের বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উল্লিখিত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, কুড়িগ্রাম সদর উপজেলাধীন ০৪ নং ঘোগাদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শাহ আলম মিয়া'র বিরুদ্ধে উক্ত ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সদস্যগণের অনাস্থা প্রস্তাবে অভিযোগ সমূহের বিষয়ে বিধি মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য উপজেলা কৃষি অফিসার, কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রামকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে তিনি সরেজমিন তদন্ত করে অনাস্থা প্রস্তাবের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ শেষে প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতৎসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত ঃ বর্ণনামতে ১২৬ (একশত ছাব্বিশ) পাতা।

(মোঃ ময়নুল ইসলাম)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত)
কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম
ফোন ঃ ০৫৮১-৬১৫৭৬

জেলা প্রশাসক
কুড়িগ্রাম।

অনুলিপি ঃ
০১। উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, কুড়িগ্রাম।

স্থানীয় সরকার শাখা
কুড়িগ্রাম কালেক্টরেট।
পত্র নং....২৫৪৬....
তারিখ.....৩০/৭/২০২০..

Desk/Do/BasaBoraddo 171

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যালয়
কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম ।
www.dae.kurigramsadar.gov.bd

স্মারক নং-১২.১৭.৪৯৫২.০৩৯.৯৯.২২০.১৪.১৬০৫.

তারিখঃ ১৯/০৭/২০২০ খ্রি.

বিষয় ঃ কুড়িগ্রাম সদর উপজেলাধীন ০৪ নং ঘোগাদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শাহ আলম মিয়া'র বিরুদ্ধে উক্ত ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সদস্যগণের অনস্থা প্রস্তাবে অভিযোগ সমূহের বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ মহোদয় এর দপ্তর স্মারক নং-২৯১, তারিখঃ ০৫/০৫/২০২০খ্রি. মোতাবেক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে আপনার অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য, কুড়িগ্রাম সদর উপজেলাধীন ০৪ নং ঘোগাদহ ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সদস্য জনাব মোছাঃ নুরজাহান বেগমসহ ১০ (দশ) জন ইউপি সদস্য, চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শাহ আলম মিয়া'র বিরুদ্ধে অনস্থা প্রস্তাব আনয়ণ করেছেন । সূত্রস্থ স্মারক মোতাবেক নিম্নস্বাক্ষরকারীর দপ্তর স্মারক নং ১৪০৫(৩) তারিখঃ- ১০/০৫/২০২০খ্রি. তারিখে চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শাহ আলম মিয়াকে কারণ দশার্নোর নোটিশ প্রদান করা হয়। উক্ত নোটিশের প্রেক্ষিতে জনাব মোঃ শাহ আলম মিয়া, চেয়ারম্যান, ০৪ নং ঘোগাদহ ইউনিয়ন পরিষদ, তাঁর দপ্তর স্মারক নং ৫৭ তারিখঃ- ১৭/০৫/২০২০খ্রি. কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেন। তাঁর কারণ দর্শানোর জবাব নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট অস্পষ্ট হওয়ায়, নিম্নস্বাক্ষরকারী গত ২৭/০৬/২০২০খ্রি. এবং ০৭/০৭/২০২০খ্রি. তারিখে অধিকতর তদন্ত স্বার্থে চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শাহ আলম মিয়া এবং অভিযোগকারী ১০(দশ) জন সদস্যের সাথে নিয়ে তদন্ত করা হয়। তদন্তে নিম্ন যে বিষয়গুলো পরিলক্ষিত হয় তা নিম্নরুপঃ-

০১। করোনা কালীন ত্রাণ সমাগ্রী বিতরণের পূর্বে ইউনিয়ন পরিষদের সভার আয়োজন করেছেন এবং সভার নোটিশ প্রদান করেছেন। কিন্তু অভিযোগকারী ১০(দশ) জন সদস্য উক্ত নোটিশ গ্রহণ করেন নি (নোটিশ সংযুক্ত)। পরবর্তীতে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সবার কাছ থেকে তালিকা চাওয়া হয়। কিন্তু ০১, ০২, ০৩ এবং ০৬নং ওয়ার্ডের সদস্যগণ কোন তালিকা দেন নাই। বাকী সদস্যগণ তালিকা দিয়েছেন এবং মালামাল পেয়েছেন। পরবর্তী বরাদ্দেও অনুরুপভাবে ০১,০২,০৩ এবং ০৬ নং ওয়ার্ডের সদস্যগণ তালিকা দেন নি। কিন্তু চেয়ারম্যান বিকল্প উপায়ে উক্ত তালিকা করে মালামাল বিতরণ করেন(তালিকা সংযুক্ত) । উক্ত তালিকা হতে দৈব চয়নের ভিত্তিতে চারজন উপকারভোগীর বাড়িতে সরেজমিনে গিয়ে জানা যায়, তারা মালামাল পেয়েছেন।

০২। ঘোগাদহ ইউনিয়ন পরিষদের আওতাধীন আরাজী কুমরপুর - রসুলপুর ফেরী ঘাটের ইজারায় চেয়ারম্যান যাকে মনোনীত করে ছিলেন বর্তমানে তাকে সরিয়ে দিয়ে অভিযোগকারী ১০(দশ) সদস্য মিলে অন্য ব্যক্তিকে ঘাট পরিচালনার জন্য নিয়োজিত করেছেন। কোন পক্ষই বৈধ কাগজপত্র উপস্থাপন করতে পারেন নি।

০৩। ঘোগাদহ শিশু পার্কের গেটের পাল্লাসহ এস এস পাইপের রেলিং ও বসার জন্য গোল চত্তর ঘর নির্মাণ এবং বিভিন্ন ভাস্কর্য ও পাখি স্থাপন করণ প্রকল্পের দৃশ্যমান পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু প্রকল্প সভাপতি প্রকল্প বিষয়ে অবহিত নন।

০৪। ঘোগাদহ হাটের মধ্য বাজারে পায়রা চত্ত্বর নির্মাণ প্রকল্পের দৃশ্যমান পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু প্রকল্প সভাপতি প্রকল্প বিষয়ে অবহিত নন।

০৫। ০৩ নং ওয়ার্ডের আকবরের বাড়ি সংলগ্ন পাকা রাস্তা হতে পূর্ব দিকে কালাম বিডিআরের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি ঢালাই করণ প্রকল্পের ১৫০(একশত পঞ্চাশ) ফিট রাস্তা দৃশ্যমান পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু প্রকল্প সভাপতি প্রকল্প বিষয়ে অবহিত নন।

০৬। ঘোগাদহ বাজারে শতবর্ষী বকুল গাছটি মরে যাওয়ায় এবং ঝুকিপূর্ণ হওয়ায় কর্তন করেন, শিশু পার্কের নিকট গাছ কর্তন করেন, কালি মন্দিরের নিকট কাঁঠাল গাছ কর্তন করেন ও চান্দের খামার অরুণ মাস্টারের বাড়ির নিকট মেহগণির গাছ কর্তন করেন, রবিন মাস্টারের বাড়ির নিকট ইউকেলিপটাস গাছ কর্তন করেন কিন্তু চেয়ারম্যান গাছ কর্তনের বৈধ কোন অনুমতি দেখাতে পারেন নি।

০৭। ঘোগাদহ ইউয়িন পরিষদের ০৪টি সেড নির্মাণ কাজ চলমান এবং আরসিসি ঢালাইকরণ রাস্তার পূর্বের হেরিং রাস্তার পুরাতন ইট নিলাম দেন নি।

এমতবস্থায় উক্ত অনস্থা প্রস্তাবে আনীত অভিযোগসমূহের বিষয়ে স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন/২০০৯ এর ধারা ৩৯এর ৫ উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী গত ১৮/০৭/২০২০ খ্রি. তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা পরিষদ হল রুমে, ০৪ নং ঘোগাদহ ইউয়িন পরিষদের বিশেষ সভা আহবান করা হয়। সভায় অভিযুক্ত চেয়ারম্যান ব্যতীত ১২(বারো) জন সদস্য উপস্থিত হন(উপস্থিতির কপি সংযুক্ত)। ধারা অনুযায়ী সভায় প্যানেল চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করেন এবং সকল অভিযোগের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়(রেজুলেশন সংযুক্ত)। আলোচনায় কোন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত না হলে উপস্থিত সদস্যগণকে নিয়ে ভোটের আয়োজন করা হয়। ভোটে আনীত অভিযোগের পক্ষে ১০টি এবং বিপক্ষে ০২ টি ভোট পরে(ভোটের ফলাফল ও ব্যলট পেপার সংযুক্ত)।

সংযুক্তঃ বর্ণণামতে-১২৪(একশত চব্বিশ) পৃষ্ঠা।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম।

২০/৭/২০২০
(মোঃ জাকির হোসেন)
উপজেলা কৃষি অফিসার
কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম।
২৭/09/2020